কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি সংশোধনমূলক এক্তিয়ার

আপীল পক্ষ

বর্তমান :

মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী

২০২২-এর সি. ও. ৩৬৬৬

শ্রী কমল পল @কমল পাল

বনাম

বিজয় পল @বিজয় পাল এবং আরকেজন

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী সুব্রত দত্ত, আইনজীবী

শ্রী কুহেলি সিনহা, আইনজীবী

রায় : অক্টোবর ১৯,২০২৩

বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী :

এই আদালতের আবেদনকারী বিভাজনের মামলায় একজন বিবাদী এবং ২০১৭ সালের মালিকানা মামলা নং - ৪২-এ শিয়ালদহের বিজ্ঞ বিচারক স্মল কজেস আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ২১/০৯/২০২২ এবং ১৪/১১/২০২২ তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ।

আবেদনকারীর মামলার সারসংক্ষেপ এইভাবে করা যেতে পারেঃ

১) বাদী/উত্তরদাতা নং -১-এর আগে বিভাজনের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছেন। শিয়ালদহের বিজ্ঞ স্মল কজ আদালতে ২০১৭ সালের টি. এস. নং-৪২।

২) আবেদনকারী/বিবাদী নং-২ একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলায় হাজির হন। মামলার বিষয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল এবং বাদী তার প্রধান পরীক্ষা এবং পাল্টা পরীক্ষা শেষ করেছিলেন।

৩) বিজ্ঞ বিচার আদালত বিবাদীর সাক্ষীর জন্য ০১.০৮.২০২২-এ একটি তারিখ নির্ধারণ করে এবং আবেদনকারী/বিবাদী নং-২ উক্ত তারিখে তার সাক্ষ্যের জন্য উক্ত আদালতে উপস্থিত হতে সক্ষম হননি এবং তারপরে অন্য একটি তারিখ ২২-০৮-২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছিল। আবার তারিখটি ১৯.০৯.২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছিল যখন আদালতের স্থানীয় বার ফাংশন সমাধানের কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারে না এবং তারপরে ২১-০৯-২০২২, বিবাদীর সাক্ষীর প্রমাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৪) ২১-০৯-২০২২-এ আবেদনকারী/ বিবাদী নং ২ তার বাড়িতে প্রমাণ নেওয়ার জন্য কমিশনার হিসাবে একজন আইনজীবী নিয়োগের জন্য আবেদন জানিয়ে মেডিকেল রিপোর্ট সহ একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন কারণ উক্ত বিবাদী তীব্র আর্থ্রাইটিস সমস্যা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বার্ধক্য সমস্যা এবং হৃদরোগ সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগছিলেন তবে বিজ্ঞ আদালত উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং উক্ত মামলার যুক্তির জন্য ১৪-১১-২০২২ স্থির করেছিল।

৫) ১৪-১১-২০২২ তারিখে আবেদনকারী ২১-০৯-২০২২ তারিখের আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য এবং আবেদনকারীকে প্রমাণ জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি আদালত -এর ধারা ১৫১-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, কিন্তু উক্ত আবেদনটি ছিল প্রত্যাখ্যাত এবং ২৮-১১-২০২২ যুক্তির জন্য স্থির করা হয়েছিল।

আবেদনকারী ২১-০৯-২০২২ এবং ১৪-১১- ২০২২ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ বিজ্ঞ বিচার আদালতদ্বারা গৃহীত তাত্ক্ষণিক আবেদন নিয়ে এসেছে।

এটি আবেদনকারীর যুক্তি যে বিজ্ঞ বিচার আদালতআবেদনকারী/বিবাদী নং-২-এর অসুস্থ স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য বিবেচনা না করে আইনে ভুল করেছে। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আবেদনকারী একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তিনি আর্থ্রাইটিসের পাশাপাশি হৃদরোগেও গুরুতরভাবে আক্রান্ত। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ২১/০৯/২০২২ তারিখে ১৫১ সিপিসি ধারার অধীনে অসুস্থ বিবাদী নং ২-এর বাড়িতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আইনজীবী কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য দায়ের করা আবেদনটি বিবেচনা করার সময় নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালতের নমনীয় হওয়া উচিত ছিল।

এই আবেদন দাখিলের পর উত্তরদাতাদের উপর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু উত্তরদাতারা নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত হননিমামলাটি উত্তরদাতাদের অনুপস্থিতিতে শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শোনা হল, দায়ের করা আবেদন এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেছেন যে আবেদনকারী অসুস্থতার কারণে আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি এবং বিজ্ঞ বিচার আদালতআবেদনকারী/বিবাদীর জবানবন্দি নেওয়ার জন্য কমিশনার নিয়োগের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে। শিক্ষিত আইনজীবী আরও বলেছেন যে বিবাদীদের প্রমাণ বন্ধ করা উচিত ছিল না। বিদ্বান আইনজীবী আবেদনকারীর চিকিৎসার প্রমাণ সহ মেডিকেল প্রেসক্রিপশনের একটি অনুলিপি তৈরি করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন:

মিরমালা দেবী চৌবে এবং অন্যরা

বনাম

এখন বিজ্ঞ বিচার আদালতকর্তৃক গৃহীত ২১-০৯-২০২২ এবং ১৪-১১-২০২২ তারিখের আদেশের গুণাগুণ নির্ধারণের জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি আদালত আদেশ XXVI বিধি ১-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেওয়ানি কার্যবিধি আদালত আদেশ XXVI বিধি ১ নিম্নরূপ প্রদান করেঃ

'যে কোনও আদালত যে কোনও মামলায় তার এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাসকারী যে কোনও ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্যথায় পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করতে পারে যিনি এই কোডের অধীনে আদালতে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা যিনি অসুস্থতা বা দুর্বলতা থেকে এটি উপস্থিত হতে অক্ষম।

তবে শর্ত থাকে যে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি কমিশন জারি করা হবে না যদি না আদালত নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে করবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই নিয়মের উদ্দেশ্যে, আদালত কোনও ব্যক্তির অসুস্থতা বা দুর্বলতার প্রমাণ হিসাবে একজন নিবন্ধিত চিকিৎসা পেশাদারের স্বাক্ষরিত একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে, চিকিৎসা আবেদনকারীকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে না নিয়ে।

ওম প্রকাশ কাজারিয়া বনাম সর্বশ্রী সার্কুলার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিমিটেডের ক্ষেত্রে যা এআইআর ২০০৯ কলকাতা-৬৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে কোনও ধরণের রোগে আক্রান্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন জারি করার বিচক্ষণতা আদালতের রয়েছে। অসুস্থতা ছাড়াও একজন সাক্ষীর বর্ধিত বয়সকে দুর্বলতার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যার ভিত্তিতে আদালত দেওয়ানি কার্যবিধি আদালত আদেশ XXVI বিধি ১ এর বিধানগুলিকে আহ্বান করে একটি আদেশ দিতে পারে।

উক্ত মামলায় সাক্ষীর বয়স ছিল ৭৮ বছর, তাই তার বয়স বিবেচনায়, নিম্নোক্ত আদালতের সাক্ষীর জেরা এবং জেরা করার অনুমতি দেওয়ার আদেশ যথাযথ বলে গণ্য করা হলো।

যদিও আইনে বয়সের কোনও সংজ্ঞা নেই তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসায় অগ্রিম বয়স ৬৫ যা চিকিৎসা বিমার যোগ্যতা নির্ধারণ করে।

আদেশ XXVI, নিয়ম ৪এ দেওয়ানি কার্যবিধি বলে যে এই বিধিমালায় যা কিছু থাকুক না কেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থে অথবা অন্য যেকোনো কারণে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যেকোনো মামলায় তার এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে বসবাসকারী যেকোনো ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্য কোনও বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন জারি করতে পারে এবং এইভাবে নথিভুক্ত করা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে পড়া হবে।

এইভাবে দেওয়ানি কার্যবিধি আদালতর আদেশ XXVI-এর বিধি ১ এবং বিধি ৪ ক -তে থাকা বিধানগুলি পড়ার পরে এটি প্রদর্শিত হবে যে যদিও আদেশ XXVI দেওয়ানি কার্যবিধি আদালতর বিধি ১-এ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিশন জারি করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে বা অন্যথায় তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তির কিন্তু এই শর্তটি আদেশ XXVI দেওয়ানি কার্যবিধি আদালতর বিধি ৪ ক -এর অধীনে বিদ্যমান নেই। বিধি ৪ ক -এর অধীনে আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে বা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বা যে কোনো কারণে পরীক্ষার জন্য, জিজ্ঞাসাবাদে বা কোনো মামলায় কমিশন জারি করতে পারে অন্যথায় তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকা কোনো বাসিন্দার।

এআইআর-২০০৫ এস. সি. পি-৩৩৫৩-এ রিপোর্ট করা সালেম অ্যাডভোকেট্ অ্যাসোসিয়েশনের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সংশোধনী আইন ১৯৯৯ দ্বারা সন্নিবেশিত আদেশ XXVI বিধি ৪ক -তে বলা হয়েছে যে নিয়মাবলীতে যা কিছু রয়েছে তা সত্ত্বেও যে কোনও আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বা অন্য কোনও কারণে আদালতের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাসকারী যে কোনও ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করতে পারে।

২১-০৯-২০২৩ তারিখের আদেশটি পর্যালোচনার পরে মনে হয় যে বিজ্ঞ বিচার আদালত, আইনজীবী কমিশনার নিয়োগের জন্য আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছে নিম্নলিখিত ক্রমে।

‘আজ শেষ সুযোগ হিসেবে ডি.ডব্লিউ.-এর জন্য নির্ধারিত। এই পর্যায়ে বিবাদী নং-২-এর আইনজীবী, অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের জন্য আদালতে আবেদন করেন। তিনি তার মামলার সমর্থনে মেডিকেল কাগজপত্রের একটি জেরক্স কপিও দাখিল করেন। পরিচয়পত্র জিজ্ঞাসা করার পর আইনজীবী বলেন যে তিনি কেবল বিবাদী নং-২-এর পক্ষে। বাদীর পক্ষে আইনজীবী বিবাদী নং-২-এর আবেদনে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি এবং দাখিল করেন যে আদালত কর্তৃক দাখিল করা মেডিকেল কাগজপত্র বাদীর কাছে খতিয়ে দেখা উচিত যে মাননীয় আইনজীবী এই মামলার উভয় বিবাদীর পক্ষে ওকালতনামা দাখিল করেছেন। মামলার রেকর্ড থেকে মনে হচ্ছে যে এই মামলায়ও যৌথভাবে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছেন। তাই বিবাদীর আইনজীবীর যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর। তিনি মেডিকেল কাগজপত্রের মূল কপিও দাখিল করেননি। মনে হচ্ছে বিবাদী নং-২-এর আবেদন এত বিলম্বিত। বিবাদী নং-২-এর দাখিল থেকে বিবাদী নং-১-এর অবস্থাও অস্পষ্ট।

ডাক্তার উল্লেখ করেননি যে উক্ত ব্যক্তি আদালতে যেতে বা উপস্থিত হতে অক্ষম। তার বয়স ৬৯ বছর। কমিশনের মাধ্যমে জবানবন্দির জন্য এই সুবিধাটি নিয়মিত পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে আসামীকে জবানবন্দির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত হতে তার অক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব কমিশনের মাধ্যমে জবানবন্দির জন্য প্রার্থনা বিবেচিত এবং প্রত্যাখ্যাত। প্রতিরক্ষা পক্ষের প্রমাণ বন্ধ।

১৪/১১/২০২২ যুক্তি শোনার জন্য। সমস্ত পক্ষকে যুক্তির জন্য আদালতে হাজির হতে হবে।

এইভাবে বিজ্ঞ বিচার আদালতকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পর্যালোচনার পর মনে হয় যে আইনজীবী কমিশনার নিয়োগের আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে মেডিকেল কাগজপত্রগুলি আবেদনকারীর আদালতে উপস্থিত থাকার অক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য নয়। -এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পরে কমিশনার নিয়োগ আসামীর প্রমাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মিরমলা দেবী চৌবে এবং অন্যরা -এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা নির্ভরশীল আবেদনকারীর পক্ষে এই আদালতের একটি বিজ্ঞ একক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছেন মামলার বাদীর আচরণ অত্যন্ত প্রকাশ্য হলেও তা তাদের যোগ করা থেকে তাদের বঞ্চিত করার একমাত্র এবং একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত নয় সেরা সম্ভাব্য সাক্ষী।

এক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স নিয়ে কোনো বিরোধ নেই ৬৯ বছর হচ্ছে এবং চিকিত্সার মধ্য দিয়ে সত্য। প্রেসক্রিপশন চালু বিভিন্ন তারিখে দেখা যাবে যে আবেদনকারীর তার বাম হাঁটুর চিকিৎসা চলছে।

সুতরাং আবেদনকারী আদালতে উপস্থিত হতে পারবেন কিনা এই জটিল প্রশ্নের পরিবর্তে আবেদনকারীর বয়স ও আচরণ বিবেচনা করে একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হত। যখন কোনও বয়স্ক ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত হতে অসুবিধা বোধ করেন তখন সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য একজন অ্যাটর্নি কমিশনার নিয়োগ করা ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ হবে কারণ XXVI আদেশের বিধি ৪ক ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালতকে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে। কোনও ব্যক্তির যে কোনও আদালতে বা যে কোনও কর্তৃপক্ষের সামনে তার বিরুদ্ধে আনা যে কোনও পদক্ষেপকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং কেবল যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ।

সুতরাং যে কোনও বিষয়ে যেখানে কোনও সাক্ষীর জবানবন্দি অপরিহার্য এবং অসুস্থতার কারণে উক্ত সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হতে অক্ষম, আদালতের কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করার বিচক্ষণতা রয়েছে। তাত্ক্ষণিক বিষয়ে বিজ্ঞ বিচার আদালত আইনজীবী কমিশনার নিয়োগের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে।

এইভাবে ২১/০৯/২০২৩ এবং ১৪/১১/২০২২ তারিখের আদেশটি বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা টিকিয়ে রাখা যায় না এবং এটিকে একপাশে সরিয়ে রাখা উচিত।

অতএব এই সংশোধনী আবেদনটি অনুমোদিত। ২০১৭ সালের টি.এস. ৪২-এ বিচারক এসসিসি কোর্ট শিয়ালদহ কর্তৃক প্রদত্ত ২১/০৯/২০২২ এবং ১৪/১১/২০২২ তারিখের আদেশ বাতিল করা হল। অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের জন্য আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করা হল। শ্রী প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী, বিদ্বান অ্যাডভোকেট এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, সিটি সিভিল কোর্ট, যার মোবাইল নম্বর - ৮৪২০৪৪৩৭১৬, আবেদনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য অ্যাডভোকেট কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হল।

বিদ্বান আইনজীবী কমিশনার সমস্ত পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার পরে এবং তাদের বিদ্বান আইনজীবীরা আবেদনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য একটি তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করবেন। এই তারিখটি ছুটির পরে বিচার আদালত পুনরায় খোলার তিন সপ্তাহের মধ্যে হবে। সাক্ষ্য গ্রহণের পরে বিদ্বান কমিশনার এক সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। রিপোর্ট পাওয়ার পরে বিজ্ঞ বিচার আদালতআইন অনুসারে এগিয়ে যাবে। বিদ্বান কমিশনারের পারিশ্রমিক আবেদনকারীকে ৬,০০০/- টাকা (ছয় হাজার টাকা) দিতে হবে।আবেদনকারী অভিযোগ এবং লিখিত বিবৃতির অনুলিপি পরিবেশন করবেন বিজ্ঞ কমিশনারের উপর।

এই আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিজ্ঞ কমিশনার সহ সকল পক্ষকে স্বাভাবিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে আদেশের একটি জেরক্স সাধারন অনুলিপির উপর কাজ করতে হবে।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করতে হবে।

(বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly